কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী রিভিশনাল এখতিয়ার

আপিল পক্ষ

বর্তমান:-

মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী

সি.ও. ২০২৩ সালের ১৯৬

শ্রী কাশী নাথ সাউ ও অন্যরা

বনাম

হাজী আবুল রাজ্জাক ও অন্য

আবেদনকারীদের জন্য : শ্রী সুবীর ব্যানার্জী

মোঃ হোসেন

শ্রী গোপাল চন্দ্র গোপ

বিরোধী দলের পক্ষে : শ্রী এস চন্দ্র

শেষ শোনা হয়েছিল : ১৩.১২.২০২৩

বিতরণ : ২১.১২.২০২৩

মাননীয় বিচারপতি, বিশ্বরূপ চৌধুরী :

এই আদালতে আবেদনকারী একটি মামলায় ভাড়াটে উচ্ছেদ এবং ০২.১২.২০২২ তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ইজেকশন স্যুটে ৫ম বেঞ্চ স্মল কজেস কোর্ট, কলকাতা নং ১৭৯ অফ ২০০৭ আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে পার্টি সংযোজন।

নিম্ন আদালতে আবেদনকারীর মামলা এভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:-

১. বাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের বিবাদীদের।

২. বিবাদী নং ১ এবং ২ {(১) শ্রী কাশী নাথ সাউ এবং (২) শ্রীমতী মীরা সাউ} হাজির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কিন্তু মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন বিবাদী নং ২ মারা যায় এবং বিবাদী ২(ক) থেকে ২(গ) প্রতিস্থাপিত হয়েছে৷

৩. ১৮.১০.২০১৯ তারিখে বিবাদী নং ২(ক) অমর নাথ সাউ তার স্ত্রী (i) সুমিতা দেবী সাউ (ii) ইন্দ্র গুপ্ত (iii) রাজেশ্রী সাউ এবং (iv) নেহা সাউ রেখে মারা যান চারটি আইনি উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী অন্তর্ভুক্ত ছিল না ০৬.০৩.২০২০ তারিখের আদেশ নং ৮২ এর ভিত্তিতে মামলা।

৪. এখন নিম্নলিখিত নামগুলি হিসাবে যুক্ত করা প্রয়োজন মামলার বিবাদীরা যথা;

i) প্রয়াত অমর নাথ সাউ-এর স্ত্রী সুমিতা দেবী সাউ।

ii) প্রয়াত অমর নাথ সাউ-এর কন্যা ইন্দ্র গুপ্ত।

iii) রাজেশ্রী সাউ প্রয়াত অমর নাথ সাউ-এর কন্যা।

iv) নেহা সাউ প্রয়াত অমর নাথ সাউ-এর কন্যা।

৯২ কলিন স্ট্রিট, থানা-পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬।

বাদী/বিপরীত পক্ষ আপত্তি দাখিল করেন সি.পি.সি এর আদেশ ১ বিধি ১০(২) এর অধীনে আবেদন।

০২.১২.২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিচারিক আদালতে উল্লেখ হয়েছিল আদেশ ১ বিধি ১০(২) এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে পেরে খুশি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবেদনকারীর দ্বারা দায়েরকৃত সি.পি.সি।

আবেদনকারী তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হচ্ছে ০২.১২.২০২২ গৃহীত ট্রায়াল কোর্টে আসা হয়েছে বর্তমান আবেদনের সাথে।

পিটিশনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিক্ষিত বিচারক সেই স্ট্রাইক আউট করার আদেশটি ধরে রাখতে ভুল করেছেন কথিত অমর নাথ সাউ এর নাম ঠেকাতে হবে মামলায় বিবাদী হিসেবে যুক্ত হওয়া থেকে আবেদনকারীদের।

এটা আরও দাবি করা হয় যে বিজ্ঞ বিচারক ভুল করেছেন যে আদেশ চ্যালেঞ্জ না নিছক সত্য ধারণ অমর নাথ সাউ-এর নাম স্ট্রাইকিং হিসেবে কাজ করছেন আবেদনকারীদের উপর সংযোজন চাওয়া থেকে বিরত রাখা দল হিসাবে মামলা। এর নামও দাবি করা হয় বলেন, অমর নাথ সাউ-এর কারণ থেকে ছিটকে পড়েছেন বিপরীত পক্ষের আবেদনের উপর মামলার কাগজপত্র নং ১ এবং ২ আবেদনকারীদের উপর নোটিশের পরিষেবা ছাড়াই।

শুনানি আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিদ্বেষী পক্ষের জন্য উকি, অনুসরণ পিটিশন দাখিল এবং রেকর্ডে উপকরণ। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে বিজ্ঞ বিচারক আবেদন খারিজ করে ভুল করেছেন।

আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা পক্ষের যোগ করার জন্য। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে বিজ্ঞ বিচারকের উচিত দল যোগ করার জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান না করা

অমর নাথ সাউ নামে কোন আদেশের ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিপরীত পক্ষের আইনজীবী দাখিল করেন যে, নেই বিজ্ঞ বিচার বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ত্রুটি। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে এটি যোগ করার প্রয়োজন নেই দরখাস্তকারীরা পক্ষ হিসাবে, ভাড়াটে অধিকার হিসাবে উত্তরাধিকারী যারা অন্যান্য বিবাদীদের দ্বারা ভালভাবে রক্ষা করা হয়েছে আসল মৃত ভাড়াটে।

বিদ্বেষী পক্ষের জন্য আইনজীবীর উপর নির্ভরশীল নিম্নলিখিত বিচারিক সিদ্ধান্ত:-

সন্তোষ কুমার মিত্র ও অন্য বনাম শ্রীমতী স্নেহলতা রায় ও অন্যরা। রিপোর্ট ২০০০ (২) সিএইচএন পি-৩০।

সুরেশ কুমার কোহলি বনাম রাকেশ জৈন এবং অন্য ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৯৯৬ (এর থেকে উদ্ভূত বিশেষ লিভ পিটিশন (সি) নং.৫৪৮৯,২০১৪ এর)।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনে এবং বিবেচনা করে মামলার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে এবং প্রধান বিষয় হল আগে আবেদন করার বিষয়ে বাদীর বাধ্যবাধকতা আদালতের আইনগত প্রতিনিধিদের রেকর্ডে আনতে হবে মৃত বিবাদী এবং দ্বিতীয়ত আবেদনকারী উচ্ছেদ

মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদেশ ২২ বিধি ৪ উপ-বিধি-১ সি.পি.সি অনুসারে বিপরীত দলগুলি। দেওয়ানী কোডের আদেশ ২২ বিধি ৪(১) অনুসারে পদ্ধতি যেখানে দুই বা ততোধিক বিবাদীর একজন মারা যায় এবং মামলা করার অধিকার জীবিত বিবাদীর বিরুদ্ধে টিকে থাকে না বা একা বিবাদী বা একমাত্র বিবাদী বা একমাত্র জীবিত বিবাদী বা বিবাদী মারা যায় এবং মামলা করার অধিকার বেঁচে থাকে আদালত যে পক্ষে করা একটি আবেদনের কারণ হবে নিহত বিবাদীর আইনী প্রতিনিধি হতে হবে একটি পার্টি তৈরি এবং মামলা সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং আদেশ ২২ বিধি ৪(১) এ থাকা বিধান থেকে দেওয়ানী প্রসিডিউর কোড থেকে অনুমান করা যায় যে বাদীর আইনগত নাম নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে একজন মৃত বিবাদীর প্রতিনিধি এবং আবেদনের মাধ্যমে যেখানে মামলা বিচারাধীন আদালতকে অবহিত করুন এবং একটি প্রাপ্ত করুন প্রতিস্থাপনের আদেশ যেখানে বাদীর নাম পাওয়া যায়নি মৃত বিবাদীর কোন আইনি প্রতিনিধি এবং পায় মামলায় প্রতিস্থাপিত অন্যান্য আইনজীবী আইনী প্রতিনিধি এর

অবহেলার জন্য দায়ী করা যাবে না বাদী উল্লিখিত আইনি প্রতিনিধি থেকে বাদ পড়েছেন মামলার প্রতিস্থাপন যেমন তথ্য প্রাপ্তির উপর আছে পার্টি যোগ করার জন্য একটি আবেদন

করার অধিকার। আদালতে এই ধরনের আবেদন করা হতে পারে যদি এটি মতামত হয় উল্লিখিত আইনি প্রতিনিধি একটি উপযুক্ত পক্ষ যোগ করতে পারেন বলেছেন আইনি প্রতিনিধি।

এখন বিবেচনার বিষয় হলো আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় দল কিনা।

সন্তোষ কুমার মিত্র ও অন্য ক্ষেত্রে (সুপ্রা) মাননীয় আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"৯. উপরোক্ত আলোচনা থেকে, এটা হয় বিব্রতকর যে বিবাদী যারা ছিল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই আপিল শ্রীমতি অনিতা মিত্র করেছেন প্রশস্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন ও দৃষ্টিতে সত্য যে বিবাদী নং ১, হিসাবে উল্লিখিত এখানে উপরে স্যুট প্রাঙ্গনের জন্য ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে সমস্ত জাউন্টের পক্ষে এবং পক্ষে বাড়িওয়ালার কাছে মামলা প্রাঙ্গনে ভাড়াটে, আমাদের দৃষ্টিতে, প্রতিনিধিত্ব মতবাদ সম্পর্কিত নীতি সত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই মামলার পরিস্থিতি, এবং কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিরুদ্ধে বাদী/উত্তরদাতাদের দ্বারা বিবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করা হবে বলে মনে করা হবে অন্যান্য ভাড়াটেরা। এইচ.সি. পান্ডে বনাম জি.সি. পাল, এআইআর ১৯৮৯ এসসি ১৪৭০, এপেক্স কোর্ট আমাদের দেশও সেই নীতি নির্ধারণ করেছে

যখন যৌথ ভাড়াটেদের একজনের পক্ষে কাজ করে অন্যান্য যৌথ ভাড়াটেদের যে তিনি ভাড়া দিতেন সকলের পক্ষ থেকে এবং তিনি পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করেন, বিজ্ঞপ্তি মামলার বিবাদীদের উপর পরিবেশিত প্রাঙ্গনে পর্যাপ্ত হতে হবে।"

মামলায় মাননীয় সুরেশ কুমার কোহলি (সুপ্রা) সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৬. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপ্রিম কোর্টও তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না আইনগত উত্তরাধিকারীদের একজন যদি পক্ষ না হয় বাড়িওয়ালা কর্তৃক দায়েরকৃত উচ্ছেদের কার্যক্রম মূল ভাড়াটে আইনগত উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে, যে বাদ পড়া উত্তরাধিকারী পরে আসতে পারবে না এগিয়ে এবং তার বা তার ডান আন্দোলন ভাড়াটিয়া বর্তমান ক্ষেত্রে আমি সেই সুরাইয়াকে খুঁজে পাই বেগম যে একই বসবাস করছেন বলে দাবি করেন অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী সহ বিরোধপূর্ণ জায়গা খলিল রাজার মৃত্যুর পর মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মামলার পুরো রাউন্ডের পরে তার আপত্তি শেষ হয়েছে এবং অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী হারিয়েছে পরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এইভাবে এটা পরিষ্কার যে এই আপত্তি দাখিল করা হয় শুধুমাত্র পরাজিত করার জন্য ডিক্রি এবং ডিক্রি কার্যকর করতে বিলম্ব। ভিতরে আমার দৃষ্টিতে তাই সুরাইয়া বেগম হলেও এর মধ্যে আগের মামলার একটি পক্ষ নয় পার্টিতে তার আপত্তি করার অধিকার নেই ডিক্রি কার্যকর করা এবং অতিরিক্ত ভাড়া কন্ট্রোলার উচিত আপত্তি বরখাস্ত করা শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে।"

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে এটি নির্ভর করে সাফ যে জন্য শিক্ষিত উকিল দাখিল বিপরীত পক্ষের কিছু সারবত্তা আছে। তবে বিবেচনা করে সত্য যে মামলা নিষ্পত্তির ধারে না এবং বিবাদীর প্রমাণ এখনও শুরু এবং জন্য আবেদন সাক্ষী/আইনজীবী কমিশনারকে সমন জারি করা বাদী দ্বারা নিষ্পত্তি মুলতুবি আছে এটি ন্যায়সঙ্গত হবে এবং আবেদনকারীদের মামলারপক্ষ হিসাবে যুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রিমিসেস প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৯৭ হল একটি উপকারী আইন এবং উক্ত আইনের ধারা ২(ছ) হিসাবে যুক্তিসঙ্গত ভাড়াটে ব্যক্তিদের

বিভাগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে৷ উপস্থিত হওয়ার এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া উচিত পশ্চিমের ধারা ২(ছ) অনুযায়ী যারা ভাড়াটে বেঙ্গল প্রিমিসেস প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৯৭।তাই এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি অনুমোদিত। আদেশ নং ১০২ তারিখ ০২.১২.২০২২ বিজ্ঞ বিচারক ৫ ম দ্বারা পাস ইজেকশন স্যুটে বেঞ্চ স্মল কজেস কোর্ট, কলকাতা ২০০৭ সালের ১৭৯ নং আলাদা করা হয়েছে।

পক্ষের যোগ করার জন্য আবেদন দায়ের করা হয়েছে আবেদনকারীদের অনুমতি দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের হিসাবে যোগ করা হবে ২০০৭ এর ইজেকশন স্যুট নং ১৭৯ এর বিবাদীরা আগে বিচারাধীন বিজ্ঞ বিচারক ৫ম বেঞ্চের ক্ষুদ্র কারণ আদালতে কলকাতা।

এতদ্বারা মামলায় লিখিত বক্তব্য স্পষ্ট করা হল যদি কোন আবেদনকারী/সংযোজিত বিবাদীদের দ্বারা দায়ের করা হবে শীতের অবকাশ পরে আদালত পুনরায় খোলার তিন সপ্তাহের মধ্যে দায়ের করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন এছাড়াও বহন করা উচিত তিন সপ্তাহের এই সময়ের মধ্যে বাইরে।

এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

[মাননীয় বিচারপতি, বিশ্বরূপ চৌধুরী]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।